দৈনিক ইত্তেফাক

32

তারিখ ... 27 JUL 1995...

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার নিয়া বিভ্রান্তি

রেজানুর রহমান ॥ এইচ এস সি পরীক্ষায় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে। বোর্ডের সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। পরীক্ষায় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাইবে না। তবে সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করিতে কোন বাধা নাই। প্রায় প্রতি বছরই বোর্ডের এই নির্দেশ এড়াইয়া যাওয়া হয়। কেউ কেউ পরীক্ষা কেন্দ্রে নোটিস

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর

(১ম পৃঃ পর)

টাঙ্গাইয়া দিয়াও কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করেন না। চলতি বছর ক্যালকুলেটর নিয়া বিভ্রান্তি বাড়িয়াছে। কোথাও কোথাও সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হইয়াছে। কোথাও আবার শুধু নোটিস টাঙ্গাইয়াই দায়িত্ব শেষ করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও এই ব্যাপারে কিছুই বলা হয় নাই। ফলে কেউ কেউ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া অন্য সহপাঠী অপেক্ষা ভালো পরীক্ষা দিয়াছেন। ঢাকার কয়েকটি কলেজে এই নিয়া বিভ্রান্তি ছিল প্রকট। কড়াকড়ি আরোপ করিয়া বিভিন্ন কলেজ প্রতিবাদের মুখোমুখি হইয়াছে।

বোর্ডের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কোন কলেজেই ক্লাসে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয় না। পরীক্ষায় হঠাৎ করিয়া কড়াকড়ি শুরু হয়। এই নিয়া প্রায় প্রতি বছরই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইলেও কর্তৃপক্ষ বিষয়টি এড়াইয়া যায়।

এই ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজ উদ্দিন আহমেদকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, ক্যালকুলেটর ব্যবহার সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। সাধারণ ক্যালকুলেটর অর্থাৎ যে ক্যালকুলেটরে যোগ, বিয়োগ গুণ ভাগ করার সুযোগ, রহিয়াছে, তাহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাধা নাই। সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে মেমোরি, প্রোগ্রাম, বিভিন্ন তথ্য রাখা যায়। তাই পরীক্ষায় ইহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা রহিয়াছে। তিনি বলেন, ঢাকা বোর্ডের ২২৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলিতেছে। আমাদের পক্ষে সকল কেন্দ্রের খবর রাখা সম্ভব নয়। কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক কর্মকর্তাদের উপর ভরসা করিয়াই আমাদের চলিতে হয়।

একটি সূত্র জানায়, সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার নিয়া বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সহিত বিভিন্ন বোর্ডের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন মহল হইতে এই ব্যাপারে বোর্ডকে নূতন করিয়া বক্তব্য দেওয়ার চাপ দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। কাজেই নূতন করিয়া বলার কিছুই নাই।